أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/و)

www.motaher21.net

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

যাতে তোমরা চিন্তা করে দেখো।

That you may consider.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬৬

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَ اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۪ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, তার একটি সবুজ শ্যামল বাগান থাকবে, সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, খেজুর, আঙ্গুর ও সব রকম ফলে পরিপূর্ণ থাকবে এবং বাগানটি ঠিক এমন এক সময় প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার সন্তানরাও তখনো যোগ্য হয়ে উঠেনি? এভাবেই আল্লাহ তাঁর কথা তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।

২৬৬ নং আয়াতের তাফসীর:

মন্দ কাজ ভালো কাজকে মুছে দেয়

সহীহুল বুখারীতে রয়েছে যে, আমিরুল মু' মিনীন 'উমার (রাঃ) একবার সাহাবীগণ (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'এই আয়াতটি কি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো তা আপনারা জানেন কি?' তাঁরা বলেনঃ 'মহান আল্লাহ্ই খুব ভালো জানেন।' তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেনঃ আপনারা জানেন কিনা স্পষ্টভাবে বলুন?' ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হে আমিরুল মু' মিনীন! আমার অন্তরে একটা কথা রয়েছে। তিনি বলেনঃ হে ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি বলো এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে করো না। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ একটি কাজের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন কোন কাজ? 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এক ধনী ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজ করতে রয়েছে। অতঃপর শায়তান তাকে বিভ্রান্ত করে, ফলে সে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয় সৎ কার্যাবলী নষ্ট করে দেয়। (সহীহুল বুখারী-৮/৪৯/৪৫৩৮, ফাতহুল বারী -৮/৪৯) সুতরাং এ বর্ণনাটিই ঐ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর। এতে বর্ণিত হচ্ছে যে, একটি লোক প্রথমে ভালো কাজ করলো তারপর তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো এবং সে অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লো। ফলে সে তার পূর্বের সৎ কার্যাবলী ধ্বংস করে দিলো এবং শেষ অবস্থায় যখন সাওয়াবের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো সে শূন্য হস্ত হয়ে গেলো। যেমন একটি লোক একটি ফল বৃক্ষের বাগান তৈরী করলো। বছরের পর বছর ধরে সে বৃক্ষটি হতে ফল আহরণ করতে থাকলো। কিন্তু যখন বার্ধক্যে উপনীত হলো তখন সে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়লো। এখন তার জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র একটি বাগান। ঘটনাক্রমে একদিন অগ্নিবাহী এক ঘূর্ণিবাত্যা তার বাগানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাগানটি ভষ্মীভূত করে দিলো। ঐ রকমই এ লোকটি, সে প্রথমে তো সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছিলো; কিন্তু পরে দুষ্কার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার পরিণাম ভালো হলো না। এর ফলে, যখন ঐ সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান প্রদানের সময় এলো তখন সে শূন্য হস্ত হয়ে গেলো। কাফিরও যখন মহান আল্লাহ্র নিকট গমন করবে তখন সেখানে তার কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। যেমন ঐ বৃদ্ধ, সে যা কিছু করেছিলো অগ্নিবাহী ঘূর্ণিবাত্যা তা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন পিছন হতেও কেউ তার কোন উপকার করতে পারবে না। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-৩/১০৭৪) মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নের দু 'আটি পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَانْقِضَاءِ عُمُرِي.

'হে মহান আল্লাহ্! আমার বাধ্যর্ক্যরে সময় ও আয়ু শেষ হয়ো যাওয়ার সময় আমাকে অধিক পরিমাণে রিযক দান করুন।' (মুসতাদরাক হাকিম-১/৫৪২) মহান আল্লাহ্ বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা 'আলা তোমাদের সামনে এই নির্দেশাবলী বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা-গবেষণা করো এবং তা হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করো। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ﴾

‘মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে।’ (২৯ নং সূরাহ্ ‘আনকাবূত, আয়াত নং ৪৩)

অর্থাৎ তোমাদের সারা জীবনের উপার্জনের এমন এক সংকটকালে ধ্বংস হয়ে যাওয়া তোমরা পছন্দ করো না যখন তা থেকে লাভবান হবার তোমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় এবং নতুন করে অর্থোপার্জনের সুযোগই তোমাদের থাকে না। ঠিক তেমনি দুনিয়ায় জীবনভর কাজ করার পর আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করে তোমরা অকস্মাৎ যদি জানতে পারো তোমাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড এখানে মূল্যহীন হয়ে গেছে, যা কিছু তোমরা দুনিয়ায় উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়ায় রয়ে গেছে, আখেরাতের জন্য তোমরা এমন কিছু উপার্জন করে আনতে পরোনি যার ফল এখানে ভোগ করতে পারো, তাহলে তা তোমরা কেমন করে পছন্দ করতে পারবে? সেখানে তোমরা নতুন করে আখেরাতের জন্য উপার্জন করার সুযোগ পাবে না। এই দুনিয়াতেই আখেরাতের জন্য কাজ করার সবটুকু সুযোগ রয়েছে। এখানে যদি তোমরা আখেরাতের চিন্তা না করে সারা জীবন দুনিয়ার ধ্যানে মগ্ন থাকো এবং বৈষয়িক স্বার্থ লাভের পেছনে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করো, তাহলে জীবনসূর্য অস্তমিত হবার পর তোমাদের অবস্থা হবে ঠিক সেই বৃদ্ধের মতো করুণ, যার সারা জীবনের উপার্জন এবং জীবনের সহায় সম্বল ছিল একটি মাত্র বাগান। বৃদ্ধ বয়সে তার এই বাগানটি ঠিক এমন এক সময় পুড়ে ছাই হয়ে গেলো যখন তার নতুন করে বাগান তৈরি করার সামর্থ্য ছিল না এবং তার সন্তানদের একজনও তাকে সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলেসন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নয়ীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদাহরণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারো বাগান ও শষ্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-সৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তানসন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তেই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করল, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগল, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা। একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কি জান এই আয়াতটি কি বিষয়ে নাযিল হয়েছে -“তোমাদের কেউ কি পছন্দ কর যে, তার একটি বাগান হবে” । [সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৬]

এ কথা শুনে তারা বললেনঃ আল্লাহ্ই সবচাইতে ভাল জানেন। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেগে গিয়ে বললেনঃ বরং (পরিস্কার করে) জানি অথবা জানিনা বলুন। তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন! এ ব্যাপারে আমার মনে একটি কথা জাগতেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ হে আমার ভাতিজা, বল, এবং তুমি তোমাকে ছোট মনে করো না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেনঃ এখানে আল্লাহ্ আমলের একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ কোন উদাহরণ? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেনঃ শুধুমাত্র আমলের উদাহরণ (হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ মেনে আমল করছে; অতঃপর আল্লাহ্ তার নিকট শয়তানকে প্রেরণ করলেন। তখন শয়তানের নির্দেশে নাফরমানী করতে লাগল। এমনকি তার সমস্ত নেক আমলকে সে বরবাদ করে ফেলল। [বুখারীঃ ৪৫৩৮]

সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় ও দান-সদকা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমতঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে,তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্টতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাঁটি নিয়্যতের সাথে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সাথেই করতে হবে - নাম-যশের জন্য নয়। অর্থাৎ ব্যয় করতে হবে ইখলাসের সাথে।

২৬৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা ঐসব লোকেদের আরো একটি উপমা দিচ্ছেন যারা মানুষকে দেখানোর জন্য বা দুনিয়া হাসিলের জন্য দান করে। তাদের উপমা হল- কোন এক ব্যক্তির একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান যা ফলমূলে ভরপুর। এ বাগানের ওপর তার আয় নির্ভর করে। এমতাবস্তায় লোকটি বার্ধক্যে পৌঁছে গেল এবং তার অনেক ছোট ছোট সন্তানও আছে। বার্ধক্যের কারণে লোকটি বাগানের পরিচর্যা করতে পারে না। ছোট ছেলেরাও কোন সহযোগিতা করতে পারে না। হঠাৎ একদিন অগ্নিঝড় এসে বাগান নষ্ট করে দিল। এখন উক্ত নষ্ট বাগান বৃদ্ধ লোকটি আবাদ করতে পারে না এবং তার ছেলেরাও আবাদ করতে পারে না।

যারা লোক দেখানো বা দুনিয়া অর্জনের জন্য দান করেছিল কিয়ামাতের দিন তাদের আমল এরূপ নষ্ট হয়ে যাবে, আমলের প্রতিদান খুঁজে পাবে না।

ইবনু আব্বাস, উমার (রাঃ)-কে বললেন: এ আয়াতটিতে একটি আমলের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। উমার (রাঃ) বললেন: আমলটি কি? তিনি বললেন: একজন ধনী ব্যক্তি আল্লাহ তা ‘আলার আনুগত্য করত। অতঃপর

আল্লাহ তা ‘আলা এক শয়তান প্রেরণ করলেন। তখন সে আল্লাহ তা ‘আলার অবাধ্য কাজ করতে লাগল। ফলে তার সব আমল বরবাদ করে দিল। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫৩৮)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সহজে বুঝার জন্য উপমা প্রদান করা শরীয়ত সিদ্ধ।

২. আল্লাহ তা ‘আলাকে খুশি করার জন্য দান করলে তিনি তার প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করেদেন।

৩. আল্লাহ তা ‘আলার নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করলে তাঁকে চেনা যায়।